পরলিঙ্গাপ্পার ইতিকথা

রাজনৈতিক অভিনেতা

শ্রীমান ছেঁড়া জুতা

প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না

শ্রীশ্রীমুকুন্দ দাসের চরণাশ্রিতা

লেখিকা—শ্রীমতী রেণুকা সেন

১২৭, অরবিন্দ পল্লী, কোন্নগর, হুগলী।

পুস্তক নং ৪৫ মূল্য দশ পয়সা

প্রকাশক—শ্রীজীবন রায় ও সুধীর, সাধন, রেণুকা সেন কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব রক্ষিত ও মুদ্রিত। কোন বক্তব্য থাকিলে ও সৎসাহস থাকিলে আইনের আশ্রয় লইতে পারেন। প্রচারককে বাধা দেওয়া মুর্খামী তাতে প্রচার বন্ধ হয় না। ১৫ই মার্চ ৭০ ১ম মুদ্রন

(কবিতা আরম্ভ)

ভারতীয় সংবিধানে গান্ধীর দান দেয় জনতার বুদ্ধি
ভোটেতে বদল হয় না যাহা কবিতাতে বলি ।
শুনুন বন্ধুগণ ২ দিয়া মন অদ্ভুত এক কথা,
খুন হয়ে ডাকাত বঙ্গে রাজনৈতিক নেতা।
এবার বাংলা দেশে ২ অবশেষে গোলমাল শুরু হয়,
মেকি নেতা অজয় নিশিথ গদীতে বসিল ।
ছিল এক নেতা ২ ভারত মাতার বন্দী দশা দেখে,
মুক্তির জন্য দেশমাতার বিদায় নিল শেষে ।
দেখুন এদের কাণ্ড ২ লণ্ড ভণ্ড হুজুক বাধায়,
কেউ বলে থাম থাম কেউ অনশন চালায় ।
এদের ভেলকি বাজী ২ কারসাজী শুনুন বন্ধুগণ,
গদীর জন্য এদের কিন্তু কাঁদে সদাই প্রাণ ।
দুঃখ বলব কত ২ শত শত লেখা নাহি যায়,
এক গদীর জন্য দুই জনে নিজের মাথা খায় ।
জান দেশের মানুষ ২ হয়ে ফানুস জ্বলে উঠ ভাই,
মরতে হবে যাতা কলে বীরের মরণ চাই ।
এরাও গদীর মোহে ২ নিজের দেহে ক্ষত করে যায়,
সাবীকের মীমংসা হয় না বিপ্লব আনবে কয় ।
জনগণের রায়ে আসল ধেয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার,
দেশবাসীর কাছে তোমরা করেছ অঙ্গীকার ।
এখন সেই অধীকার ২ অস্বীকার করার শক্তি নাই
৩২ দফা কর্মসুচীর রূপান্তর যে চাই ।

পরলিঙ্গাপ্পার ইতিকথা

দারুণ ব্যাধি হৃষ্টিরিয়ায় ভুগছে ভারতবাসী
ছেড়া জুতায় জোতদার দালাল চাই রাশি রাশি।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে স্বাধীনতা রণে জীবন গেল যার
ছিল সুখ্যাতী জগত জুড়িয়া সেই সে মহান নেতা।
মৃত সঞ্জীবনী ভাব মন্দাকিনী মোদের অভিনেতার
নাম যশ তার বিকৃত আজ কালিমালিপ্ত লাগে বড় লাজ
জানিনা কেনরে হাসে রাহুকেতু মাটিতে গড়ায় তার
হাসে খল খল গ্রহরাজ শনি ধুমকেতু হেরি আজ
পরলোকে আজ অতুল্য কানা স্বদেশ প্রেমের কবি,
সেই জনা দেখেছে কতনা স্বপ্ন ভবিষ্যতের ছবি।
গেয়ে গেছে গান সেই মহাপ্রাণ দেশেরে বাসিও ভাল
ভারত আবার বিশ্ব মাঝে জ্বালিবে প্রভাতী আলো
কবির স্বপ্ন হয়কি সত্য হেরিব নয়নে ভরিব চিত্ত
মন কেন জাগে দিবস যামিনী একথা বারংবার
যখনই দেখি বুর্জোয়া পেপার অজয়ের রচনা তার
জাগ এ সংশয় কবি কল্পনা সত্য হবে না হবে না
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভিবে না
কে বাজিবে ওরে শত বিণা বেনু
প্রণাম অন্তে জানাই নামটি আমার রেনু।
দেখুন পরলিঙ্গাপ্পা ২ পেয়ে থাপ্পা কেমন চাল দিল
অজয়দাও ঐ অংশ মনে জানা গেল
বলে ছেড়া জুতা ২ তোর মাথা এবার খারাপ হল
এই ছেড়া জুতার লোভেই যে তোর ভীমরতি হল।

সুর—গুজড়া মোহাব্বতবালা

ভাঙ্গল ঘোষ গোয়ালা এলো লাঙ্গলওয়ালা,
নিজেদের বাচার নাম হায়রে স্বাধীনতা এর নাম।
নিজেদের বাচার নাম হায়রে স্বাধীনতা এর নাম।
মন্ত্রী না এম, এল, এ হব দুটী বেলা খেতে পাব
ছুরুটীর বদলে নাও সালাম হায়রে স্বাধীনতা এর নাম।
ধান কেটে জোতদার পালটে
বলে আইন নাইকো বাংলাদেশে
পরা স্বার্থবাদী বলি শেষে
করনা ফ্রন্টের বদনাম হায়রে স্বাধীনতা এর নাম।

সুর—মানুষ খুন করলে পরে

ছাত্র খুন করলে পরে আইন রাখার দোহাই পেরে
পেত পুলিশ মাপ তবে কেন আজকে করে পুলিশের বিলাপ
চেয়ে দেখ মায়েদেরে বুকটা ফেটে কান্না ঝরে
আহা লুকিয়ে ছিল স্ত্রীরা কত মরা স্বামীর বুকের পরে
তাদের জন্য ফ্রন্টের মনে নেইকো অনুতাপ,
তবে কেন করে আজকে পুলিশের বিলাপ।

নেতা সব করে রব

নেতা সব করে রব দেশ গেল গেল
গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতে লাগিল।
পুলিশের ক্যাম্প বসে থানা ছেড়ে মাঠে
চাষীগণ নিজ নিজ ক্ষেতে ধান কাটে।
চাষী সনে জোতদারের ঘটিছে বিবাদ
করুণ কান্তিরা সব করে প্রতিবাদ।
জুটিল অজয় সুশীল গ্রামেতে ছুটিল
একই কথা সকলেরে কহিতে লাগিল।
গগনে উঠিল ঝাণ্ডা লোহিত বরণ
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।

ক্ষুদীরামের সুর

এবার আমার যেতে হবে কাশী
আছে যত বঙ্গবাসী বলছে তারা হাসি হাসি
শ্রীমান ছেড়া জুতা হল বাংলায় বসি
এবার আমায় যেতে হবে কাশী
ওমা জ্যোতিদাদার এত জ্যোতি রাখবেনা বাংলায়
কোন পার্টি ভাইরে
শ্রেণী সংগ্রাম চলছে এবার দালাল যাবে মিশি
এবার আমার যেতে হবে কাশী
পারর্টি আমি বড় করতে নামি আমি অনশনে ভাইরে
জনগণের বিদ্রূপে আমার যেতে হবে কাশী
সুশীল ধাড়া পড়বে মারা
আমি হলাম বাস্তু হারা ভাইরে
ওরা জ্যোতিদাদার কথায় সবাই হচ্ছে খুসী
এবার আমায় যেতে হবে কাশী

বাউল সুর

আমি তাইতো পার্টি করলাম না
তেমন একজন নেতা পেলাম না
পেলাম মেকী নেতা বাংলা দেশে
সাচ্ছা নেতা পেলাম না।
তেমন একজন নেতা পেলাম না।
নেতা ছিল বীর ক্ষুদীরাম যার জগৎজোড়া নাম
সেযে দেশের জন্য জীবন দিল নিজের জন্যে চাইলনা।
তেমন একজন নেতা পেলাম না।

শুন হিন্দু মুসলিম ভাইরে
মোদের বাঁচার আশা নাইরে,
এস সবে মিলে লইব হাতে,
রক্তমাখা লাল নিশান ।
আমি গাইব কি আর শুনবে কেরে,
আছে কি আর কারো কান ।
আমি গাইব কি আর গান ।
বাংলাদেশের দুটী ছেলে
হিন্দু আর মুসলমান,
যদি তোদের এতই দরদ
করেলে কেন পাকিস্তান
ইন্দিরা তোমার কেবা হয়,
রাজিব কিন্তু ফিরোজ তনয় ;
এ জন্য কি ঘৃণা হয় না
আমার ভাই মুসলমান ।
আমি গাইব কি আর গান ;
সাচ্চা নেতা নাইকো মোটে,
মেকী নেতা কতই জোটে ।
শান্তির বুলি মুখে কোটে,
অনাহারে যাচ্ছে প্রাণ ।
আমি গাইব কি আর গান ।

দাঁতের মাজন, ভাস্কর লবণ, ইলেক্ট্রিক লোশান বিক্রয়ের জন্য
লোক চাই । এরূপ কবিতার জন্য লোক প্রয়োজন ।

সুর—লাল ঝুটী কাকাতুয়া—

অজয় নিশিথ সুশীল ধাড়া ধরেছে যে বায়না,
ওরা একা গদী নেবে মার্কসবাদীকে চায় না।
যাহা চাবে তাহাই পাবে জোতদার আছে সাথেতে,
বাংলা দেশ মেতেছিল অনশনের তালেতে।
ওদের দলে গেলে এবার পাবে অনেক মায়না।

সুর—বাউল

কোন দিনে ভাঙ্গিবে বল অজয় দাদার ভুল,
ওসে কংগ্রেসের চাটি খেয়ে মাথায় নেই আর কাঁচা চুল
কোন দিনে··· ··· ··· ··· ভুল
এক ছিল সাধুর ইঁদুর মন্ত্রবলে শ্রেষ্ঠ পশুর,
ওসে সাধুকে মারিবার তরে হইল অসুর।
তখন সাধু মন্ত্রবলে পাঠাইল মুষিক কুল,
কোন দিনে ·· ··· ··· ···ভুল।
যেমন সেধো বলে ভাত খাব না
তেমন বলে ছেড়া জুতা
অতই যদি মাথা ব্যথা
চলে যাও পুরুত কুল
কোন দিনে··· ··· ··· ···ভুল।

আমার দুটি কথা

আমার বিস্তারিত কাহিনী বাংলার লক্ষাধিক জনতার জ্ঞাত আছেন। আমার উপর কংগ্রেসের শোষণের কাহিনী কিন্তু জনতার সরকার যুক্তফ্রন্ট ও আমার স্বামীর চাকুরীর নিরাপত্তার মামলার যবনিকা টানেনি। আজও আমার পুস্তিকা বিক্রয় করিয়াই আমার পরিবারকে বাচিয়ে রেখেছি কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমার প্রচারকবৃন্দ বাধা পায়। আবার কোথাও সমর্থন পায় যাহারা বাধা দেন তাহাদের নিকট এই কথাটাই জানাচ্ছি যদি আমার কর্ম্ম সংস্থান করতে না পারেন তবে কোন অধিকারে বন্ধ করতে চান আমার এই জীবিকার পথ। ইতিমধ্যেই আমাকে শাসিয়ে কয়েকখানি বেনামী চিঠি এসেছে আমি উত্তরপাড়া থানায় জানিয়ে রেখেছি এবং দেশবাসীর নিকট জানাচ্ছি। বর্ত্তমানে এইরূপ বই লেখা ও বিক্রয় করাই একমাত্র বাঁচার পথ। আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা পাইব। পত্র মারফত কেন্দ্রিয় সরকার কে ও জানান হয়েছে কেন্দ্রিয় সরকার নিরুত্তর।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

রেণুকা সেন